পানাম নগর-সোনারগাঁও

স্থাপত্যিক অবয়ব ও পুথিগত তথ্যের আলোকে

# পানাম নগর-সোনারগাঁও

## জাহাঙ্গীর আলম ভূইয়া

অনিন্দ্য প্রকাশ



প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
**অনিন্দ্য প্রকাশ**
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : বাইজিদ আহমেদ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

**মূল্য : ৪০০.০০ টাকা**

**Panam Nagar Sonargaon** by **Jahangir Alam Bhuiyan**
Published by Md. Afzal Hossain
**Anindya Prokash**
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 400.00
US $ 30
ISBN 978 984 95422 2 3

**ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন**
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪



## উৎসর্গ

যাঁদের ঋণ কখনোই শোধ করা যায় না
যাঁদের স্নেহভালোবাসা-মিশ্রিত
যত্ন-শাসনে এ জীবন গড়া
বাবা
ছাদেকুর রহমান ভূইয়া
মা
খালেদা বেগম

# মুখবন্ধ

পানাম নগর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশ সরকারের সংরক্ষিত পুরাকীর্তি। সোনারগাঁওয়ের পানাম নগরে অবশিষ্ট রয়েছে ৫২টি প্রাচীন ইমারত। ঈশা খাঁর রাজধানী এবং মসলিন নগরী হিসেবে সোনারগাঁওয়ের পরিচিতি বিশ্বজুড়ে। রাজধানী হওয়ার পূর্বে সোনারগাঁও প্রসিদ্ধ সমুদ্রবন্দর ছিল। মধ্যযুগে বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী সোনারগাঁও। সোনারগাঁওয়ের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। দনুজ মাধব নামক রাজার সময়ে প্রথম বিক্রমপুর হতে সোনারগাঁওয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে জিয়াউদ্দিন বারানী রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থে সোনারগাঁও নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ১৮৪০ সালে ড. জেমস টেলরের 'টপোগ্রাফি অভ্ ঢাকা' গ্রন্থে পানাম নামের তথ্য রয়েছে। সুবাদার ইসলাম খান রাজমহল থেকে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করে এবং সমগ্র বাংলার রাজধানী ১৬১০ সালে ঢাকায় নিয়ে আসায় সোনারগাঁওয়ের পতন শুরু হয়।

পরবর্তীতে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' এ দেশে বাণিজ্য ঘাঁটি গড়ে তোলে। ব্রিটিশ কোম্পানি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাজদণ্ড দখলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উ-দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এবং পরবর্তী সময়ে এরই ফলে অর্থনৈতিক ও স্থাপত্যিক যেসমস্ত পরিবর্তন হয়েছিল তারই একটি বাস্তব রূপ আজকের পানাম নগর। পানাম নগরে মোগল বা সুলতানি আমলের স্থাপনা রয়েছে। যথাযথ গবেষণা ও প্রত্নোৎখননে অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে।

২০১৫ সালে প্রবেশপত্র চালুর মধ্য দিয়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পানাম নগরের উন্নয়নে বিশেষ নজরদারি করছে। ইতোমধ্যে সুষ্ঠু নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত পর্যটন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং সংগত কারণে দর্শক

সমাগম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পর্যটকদের চাহিদা অনুভব করে পানাম নগরের মাঠ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত জনাব জাহাঙ্গীর আলম ভূইয়া "স্থাপত্যিক অবয়ব ও পুথিগত তথ্যের আলোকে পানাম নগর-সোনারগাঁও" শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি গবেষণা বা বিশ্লেষণধর্মী নয়, সংকলিত গ্রন্থ। আশা করা যায়, গ্রন্থটি পানাম নগর নিয়ে আগ্রহী পর্যটকদের প্রাথমিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। বইটি রচনায় তার উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এতে সাধারণ দর্শক ও পাঠক উপকৃত হবে। বইটি প্রণয়নে লেখকের পাশাপাশি যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁরাও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। আশা করি এ ধরনের প্রচেষ্টা ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তিপ্রেমী দর্শক-সহ সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট সমাদৃত হবে।

(মোঃ হান্নান মিয়া)
মহাপরিচালক (অতিরিক্তি সচিব)
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

# ভূমিকা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পানাম নগর বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁওয়ের (খ্রি. ১২৯৬–১৬০৮)[১] একটি অংশ। বড় নগর (মোগরাপাড়া), খাস নগর (দিঘির পাড় ও ইছা পাড়া, সোনারগাঁও জাদুঘর) ও পানাম নগর হলো সোনারগাঁওয়ের উল্লেখযোগ্য এলাকা। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন পানামই হলো মোগল আমলের রাজধানীর একটি অংশ। তবে পানামের ইমারতগুচ্ছের বয়স দুশো বছরের বেশি নয়। পানাম ইমারতগুচ্ছের স্থাপত্যরীতি বিশ্লেষণে বলা যায়, পানামের ভবনগুলো ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতি অনুসরণে নির্মাণ করা হয়েছে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী সময়ে এবং এরই ফলশ্রুতিতে পানাম ইমারতগুচ্ছের সমৃদ্ধি শুরু হয়। জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এর অগ্রগতি চলমান থাকে। ১৮৪০ সালে ড. জেমস টেলর সোনারগাঁও এসেছিলেন, তাঁর রচিত গ্রন্থ 'Topography of Dacca'-তেই প্রথম Painam ('পাইনাম' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে পানাম হয়েছে) নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। জেমস টেলর Painam সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেন। ১৮৭২ সালে ড. জেমস ওয়াইজ 'Notes on Sunargaon' তে পানামের অধিবাসী, বসতি সম্প্রদায়, পরিবারের সংখ্যা, মন্দির প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। জেমস ওয়াইজের বর্ণনায় পানাম সম্পর্কে তথ্যবহুল ধারণা লাভ করা যায়। ১৭৭৯–৮০ সালে কানিংহাম-এর 'Survey Report of India' এবং ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার-এর লেখায় পানামের বর্ণনা রয়েছে।

'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থে মহাশয় শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, "সোনারগাঁও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহ হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। অধুনা এই স্থান পানাম নামে পরিচিত। এই স্থানেই পাঠান রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা ইহাকে হাবেলী সোনারগাঁও বলিয়া অভিহিত করিতেন।"[২] (পৃষ্ঠা— ৪০২) জানা যায়, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পানামের হিন্দু বণিকরা দেশত্যাগ করে চলে যায়। সোনারগাঁও ভূমি অফিসের জমিজমার রেকর্ডে দেখা যায় পানামের জমির মালিক সেন, সাহা, তালুকদার, পোদ্দার শ্রেণির হিন্দুরা। মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় পানামের



প্রাচীন বংশধরদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

২০০৭ সালে পানাম মোটামুটি সংরক্ষণের আওতায় আসে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এটি দেখাশোনা করছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহোদয়গণ এবং তাঁদের অধীনস্থ ছাত্রছাত্রীরা পানাম নগরকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করছেন। এসব গবেষণাপত্র প্রায় সবই অপ্রকাশিত। তবে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'Sonargaon-Panam' এবং ড. নাজিমউদ্দিন আহমেদ রচিত 'Panam Nagar in Sonargaon' গ্রন্থ দুটি খুবই মূল্যবান।

সোনারগাঁও এবং পানাম নগরকে নিয়ে এযাবৎ বহু গবেষণা হয়েছে, গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যখনই কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, গবেষকগণ তখনই জার্নাল অথবা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই সোনারগাঁওকে নিয়ে নতুন করে লেখার কিছু নেই। পানাম সোনারগাঁওয়ের ওপর লিখিত গ্রন্থসমূহ সিংহভাগই ইংরেজিতে রচিত এবং দুষ্প্রাপ্য। আবার তথ্যসমূহ বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়ানোছিটানো। যে কারণে পানামকে যথাযথ তথ্য দিয়ে সাজানো অনেকটাই কঠিন কাজ। সোনারগাঁওয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কার্য পরিচালিত হয়েছে, এমন খবর পাওয়া যায়নি। সংগত কারণে নতুন গবেষণার দ্বার প্রায় বন্ধ। তাই বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত তথ্য ও দৃশ্যমান প্রত্নস্থাপনার অবয়ব বিশ্লেষণ করে গ্রন্থকারের সামান্য মতামত উপস্থাপন করে ন্যূনতম পাঠযোগ্য একটি পুস্তিকা প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ পুস্তিকাটিকে একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য প্রাণান্তর চেষ্টা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে পানামের প্রান্তিক তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। কর্মকালীন সময়ে পানাম ভ্রমণ করতে আসা দেশি-বিদেশি পর্যটক, লেখক, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, ছাত্র সবার কাছেই পানামের তথ্য জানার জন্য চেষ্টা করেছি।

সোনারগাঁওয়ে সুলতানি আমল, মোগল আমল ও ব্রিটিশ আমল প্রভৃতি সময়ে বহু রাজকীয় স্থাপনা ছিল। কালের বিবর্তনে সবই হারিয়ে গেছে। "মেজর রেনেল তাঁর 'মেময়েরে' (১৭৮৫ খ্রি.) সোনারগাঁও গ্রামে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এবং ঠিক একইরকমভাবে বুকানন (১৮০৯ খ্রি.) ব্যক্তিগত জরিপের মাধ্যমে সোনারগাঁও নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।"[৩]

পানাম নগর বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে একটি সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্র। যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে এটিকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করা সম্ভব। পানামে আগত দর্শনার্থীরা পানাম সম্পর্কে জানতে

চায় কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য অথবা কোনো বইপুস্তক না-থাকায় তাদের অতৃপ্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। এযাবৎ বাংলা ভাষায় পানামের ওপর কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি, ইংরেজিতে লিখিত গ্রন্থগুলোও দুস্প্রাপ্য। আমার প্রিয় বাঙালি জাতি এবং বিশ্বদরবারে বাংলা ভাষাভাষীর নিকট পানাম নগরের প্রামাণিক তথ্যসমূহ উপস্থাপন এবং আগ্রহী দর্শকের জ্ঞান পিপাসা পূরণের লক্ষ্যেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমি মূলত একজন পাঠক, কৌতূহলবশত পানাম, সোনারগাঁও সংশ্লিষ্ট বইসমূহ পড়ার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘ চার বছর যাবৎ মাঠে কাজ করার মাধ্যমে পানামের প্রত্ন-নিদর্শন অবলোকন করার সুযোগ হয়েছে। আবার বিষয়সংশ্লিষ্ট বইপুস্তকের সাথে বাস্তবের কতটুকু মিল আছে তাও উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছি। ড. জেমস টেলর পানামকে সোনারগাঁওয়ের প্রাচীন শহর বলেছেন। ড. জেমস ওয়াইজ বলেছেন, পানামে ৯০টি পরিবার বসবাস করত। সংগত কারণে বলতে হয়, ১৮৭২ সালে যদি একটি পরিবার একটি ভবন ব্যবহার করে, তবে পানামে কমবেশি ৯০টি ভবন থাকার কথা কিন্তু রয়েছে মাত্র ৫২টি ইমারত। তাহলে ধরে নিতে হয়, ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ, ১৯৬৫ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (পাক-ভারত যুদ্ধ), ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি অভ্যুত্থান, জলবায়ুর প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অবৈধ বসবাসের ফলে প্রায় ৩৮টি ভবন ধ্বংস হয়েছে। জেমস ওয়াইজ আরও বলেন, পানামের অধিবাসী সব পরিবারই ছিল হিন্দু, কোনো মুসলিম ছিল না। বর্তমানে পানামে কোনো বসতি নেই, তবে আশপাশ এলাকায় হিন্দু পরিবার সংখ্যায় নগণ্য। সোনারগাঁওয়ে নদীনালা জালের মতো বিস্তৃত কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আর জমির স্বল্পতার কারণে নদীনালা, জলাশয় ভরাট করে আবাসস্থল, মিলকারখানা তৈরি করা হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও জলাশয় হারিয়ে যাচ্ছে। এরই সাথে ধ্বংস হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। একে তো বাংলাদেশের মৌসুমি জলবায়ু চুন-সুরকি তৈরি ইমারতের অনুকূল নয়, তার ওপর আছে ঐতিহ্য অসচেতনতা। এভাবেই সোনারগাঁওয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। তবুও সরকারের সদিচ্ছা ও সচেতন মহলের প্রচেষ্টায় টিকে আছে বহু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

এ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আমি দেশি-বিদেশি বইপুস্তিকা, সাময়িকী ও পত্রিকা পাঠ করেছি। সংশ্লিষ্ট লেখক, গবেষক, প্রকাশক সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থপঞ্জিতে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তবুও স্বনামধন্য কিছু গ্রন্থকারের প্রশংসা করতেই হবে। শ্রদ্ধেয় মহাশয় সুখময়



মুখোপাধ্যায় দুঃখ করে বলেছেন, 'বাঙালী সাহিত্যিকরা ঋণ স্বীকারে এত পরাঙ্মুখ কেন, তা বোঝা যায় না।'[৪] প্রথমেই উল্লেখ করছি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নুরুল কবির স্যারের কথা। পানাম নগরে স্যারের ফিল্ড ক্লাস মনোযোগ সহকারে শুনেছি। ইন্টারনেট থেকে Zamal Uddin Shaikh, Mahbubur Rahman, Farida Nilufar, Pushpita Eshika, Qazi Azizul Mowla, Shirajom Monira Khondoker প্রমুখ গবেষকদের গবেষণাপত্র পড়েছি। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, সুখময় মুখোপাধ্যায়, ওয়াকিল আহমদ, Dr. Nazimuddin Ahmed, স্বরূপচন্দ্র রায়, মুনতাসীর মামুন, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, আব্দুল করিম, আ. ক. ম. যাকারিয়া প্রমুখ লেখদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ গ্রন্থে ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কোনোপ্রকার গল্প/ উপাখ্যান উপস্থাপন করা হয়নি। আব্দুল করিম স্যারের মুদ্রাবিষয়ক 'CORPUS OF THE MUSLIM COINS OF BENGAL' গ্রন্থটি ভিত্তি হিসেবে ধরে অগ্রসর হয়েছি। একই গ্রন্থের উদ্ধৃতি বারবার উপস্থাপন এবং উদ্ধৃতির ফুলঝুড়ি থাকায় আলোচ্য বইটি বহুলাংশে সুখপাঠ্যতা হারিয়েছে। অকাট্য দলিল উপস্থাপন ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয় যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপন করতে সোনারগাঁওয়ের ওপর লেখা আকরগ্রন্থ অপ্রতুল।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক মহোদয় আমাকে সোনারগাঁওয়ের পানাম নগরে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। মহাপরিচালক মহোদয় বইটি প্রণয়নে স্বাগত জানিয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নুরুল কবির স্যার বইটি প্রণয়নে উৎসাহ দিয়েছেন এবং ভুলত্রুটির বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্লেষণে ভুল থাকতে পারে। ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচরে আনলে পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে। বইটি পড়ে একজন পাঠকও যদি উপকৃত হয়, তাহলে আমার এ শ্রম সার্থক হবে এবং আনন্দিত হবো।

জাহাঙ্গীর আলম ভূইয়া
৬ই জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি.

**তথ্যসূত্র ও বিস্তারিত পাঠের জন্য :**


১। Buildings of British Raj, Dr. Nazimuddin Ahmed, Page ৫৮।

২। ঢাকার ইতিহাস (১ম খ), শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪০২।

৩। সোনারগাঁওয়ের সমাধি স্থাপত্য, আয়শা বেগম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ষান্মাসিক পত্রিকা, ষোড়শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩৯৮ বাং; ইংরেজি ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৭।

৪। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮–১৫৩৮ খ্রি.), সুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা-৯, পঞ্চম সংস্করণ : ১৯৯৬, 'গ্রন্থকারের নিবেদন, পৃষ্ঠা ix'।

# সূচিপত্র


| ক্র. নং | বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১. | পানাম নগর | ১৭ |
| ২. | পানাম শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ | ৪১ |
| ৩. | পানাম নগরে ইমারতের প্রকারভেদ | ৪৬ |
| ৪. | ইমারতের স্থাপত্যিক কাঠামো : | ৫৭ |
| | নির্মাণ উপাদান | ৫৭ |
| | স্থাপত্যিক কাঠামো | ৫৮ |
| | ইট পর্যালোচনা | ৬০ |
| | চিনি ও চুনের খেলা | ৬২ |
| | ডালের জাদু | ৬৩ |
| ৫. | ভবনসমূহের বর্ণনা | ৬৫ |
| ৬. | পানাম-দুলালপুর মৌজার আরএস ও সিএস নকশা | ৬৭ |
| ৭. | পানাম নগরের ভবনসমূহের বিস্তারিত বিবরণ (৫২টি ভবন) | ৭৯ |
| ৮. | সোনারগাঁওয়ের সেতু | ১১৫ |
| ৯. | সোনারগাঁওয়ের ইতিহাস | ১১৯ |
| ১০. | সোনারগাঁওয়ে বিদেশি পর্যটক | ১৩২ |
| ১১. | প্রাচীন বাংলার সুলতান-বাদশাহদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | ১৩৭ |
| ১২. | সোনারগাঁওয়ে ইসলাম ও হজরত মওলানা শায়খ শরফ উদ্দিন আবু তাওয়ামা (রহ.) | ১৬৪ |
| ১৩. | সোনারগাঁওয়ের জামদানি ও মসলিন | ১৬৭ |
| ১৪. | গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড | ১৭০ |
| ১৫. | মহজমপুর শাহি মসজিদ | ১৭১ |
| ১৬. | সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ-এর সমাধিসৌধ | ১৭৮ |
| ১৭. | গোয়ালদী মসজিদ | ১৮২ |
| ১৮. | নহবতখানা | ১৮৬ |
| ১৯. | দমদমা দুর্গ | ১৮৮ |
| ২০. | ক্রোড়ীবাড়ি/ টাকশাল | ১৮৯ |
| ২১. | বড় সর্দার বাড়ি | ১৯১ |
| ২২. | পোদ্দার বাড়ি | ১৯৪ |
| ২৩. | একনজরে সোনার গাঁওয়ের উলে- খ্যযোগ্য পুরাকীর্তি ও গুর"ত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান | ১৯৬ |
| ২৪. | গ্রন্থপঞ্জি | ২০১ |

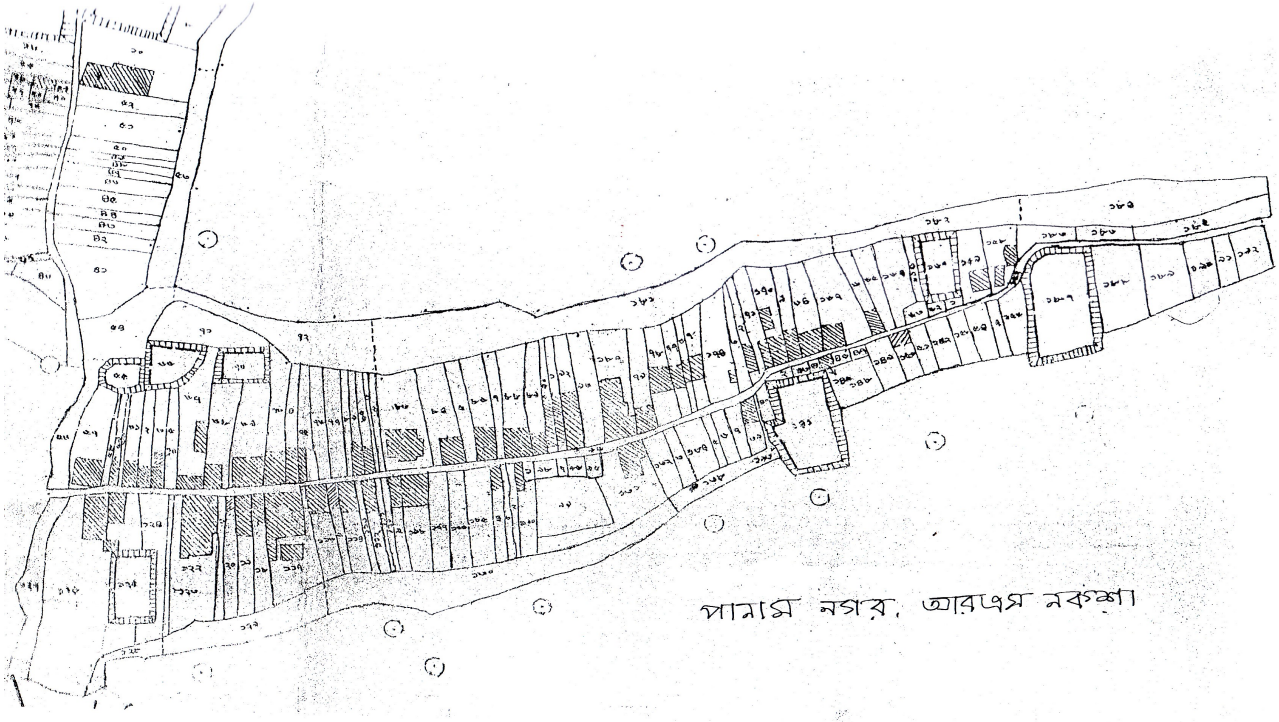

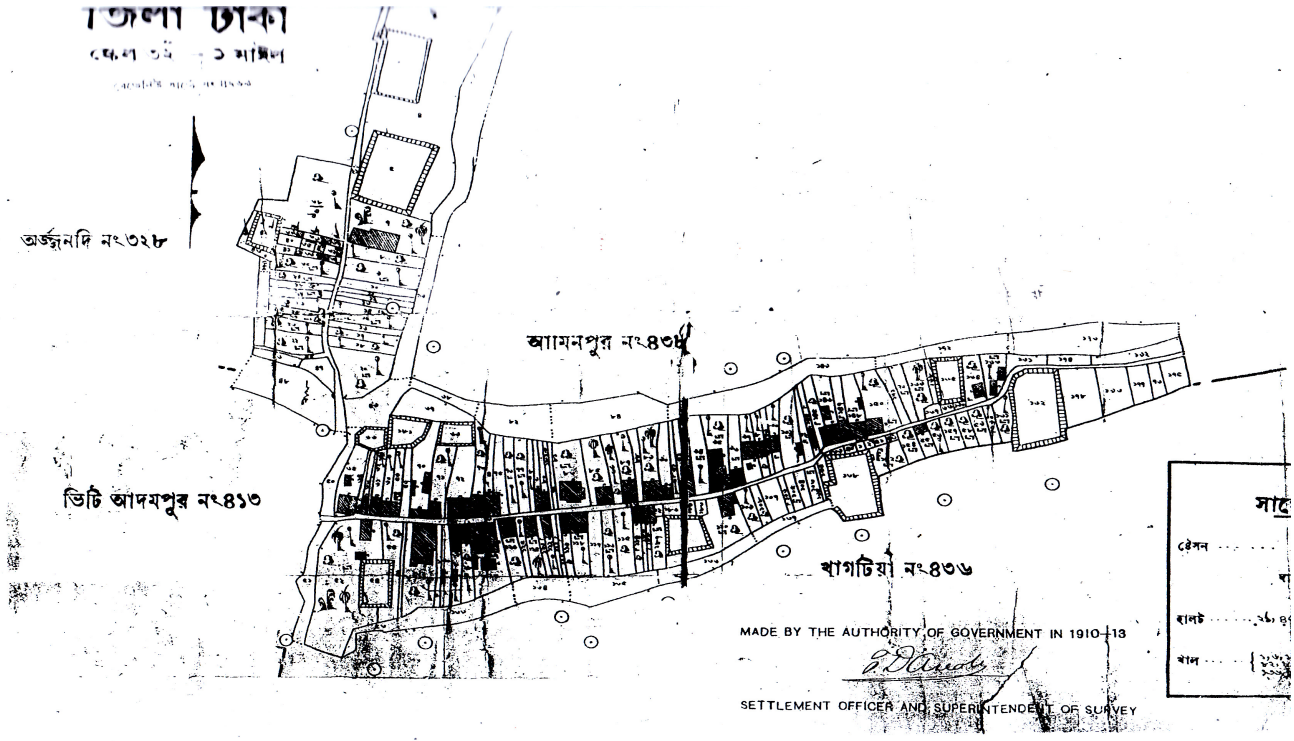

MADE BY THE AUTHORITY OF GOVERNMENT IN 1910-13
SETTLEMENT OFFICER AND SUPERINTENDENT OF SURVEY